দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 NOV 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

অনলাইনে উন্মুক্ত উচ্চশিক্ষার দ্বার

পড়ালেখা মানেই এখন আর ব্যাগভর্তি বই নিয়ে স্কুল-কলেজ দৌড়ানো নয়। অন্তত উন্নত বিশ্বগুলোতে এই চিত্রটি এখন অনেকটাই বদলে গেছে। কম্পিউটার আর ইন্টারনেট যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী, তাতে করে শিক্ষাব্যবস্থাতেও তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে অবশ্যম্ভাবীভাবে। আর এই ছোঁয়াতে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে।

শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি

কম্পিউটারে যখন গবেষণাগার থেকে বের হয়ে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল, তখন থেকেই প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর ব্যবহারের সূচনা হয়ে গেল। এর ধারাবাহিকতায় প্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হলো নানা ধরনের শিক্ষামূলক সফটওয়্যার আর গেমের মাধ্যমে। আর এর পরেই খুব দ্রুত তৈরি হতে থাকল পাঠ্য বইয়ের ডিজিটাল সংস্করণ। শুরুর দিকে অবশ্য ছাপা বই স্ক্যান করেই এই ডিজিটাল বইগুলো তৈরি হতো। পরবর্তীতে আলাদা করেই ডকুমেন্ট ফাইল বা পিডিএফ ফাইল আকারে তৈরি হতে থাকে বই। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ধরনের প্রযুক্তির ছোঁয়া এসে লাগে যখন থেকে ল্যাপটপ বা এই ধরনের বহনযোগ্য কম্পিউটিং ডিভাইসের আবির্ভাব ঘটে। ল্যাপটপ বা নোটবুকের হাত ধরেই ক্লাসরুমে প্রবেশ করে কম্পিউটার। আর পরবর্তীতে ট্যাবলেট পিসি বা ই-বুক রিডারের আবির্ভাবে যাবতীয় পাঠ্যপুস্তকেরই ই-বুক সংস্করণ তৈরি হতে শুরু করে। ক্লাসরুমেও শিক্ষার্থীর কাঁধে বইয়ের ব্যাগের বদলে স্থান করে নেয় হাতে ট্যাবলেট পিসি। ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশেই এখন বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে ট্যাবলেট পিসি বা স্বল্পমূল্যের ল্যাপটপ দিয়েই চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। কেবল উন্নত বিশ্বই নয়, 'ওয়ান ল্যাপটপ পার চাইল্ড' প্রকল্পের আওতায় ইথিওপিয়া, ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও শিক্ষার্থীদের হাতে ছড়িয়ে পড়ছে প্রযুক্তি। আমাদের পাশের দেশ ভারতও শিক্ষাখাতে প্রযুক্তির ব্যবহারকে সফলভাবে প্রয়োগ করতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। সরকারি অনুদান, প্রণোদনা আর উৎসাহে এখন ভারতের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যসহায়িকার নানা ধরনের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছে। ক্লাস নোট নেওয়া, ক্লাস পরীক্ষা, কুইজ, টেস্ট-এসবের জন্যও রয়েছে নানা ধরনের প্রোগ্রাম অ্যাপ্লিকেশন। বিভিন্ন ক্লাসের এই ধরনের শিক্ষা উপকরণের পূর্ণাঙ্গ সলিউশন নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশকিছু প্রতিষ্ঠান স্বল্পমূল্যের ডিভাইসও বাজারে ছেড়েছে। এর বাইরে সরকারি উদ্যোগে তৈরি আকাশ ট্যাবলেট পিসি তো বাজারে আসা মাত্রই ব্যাপক সাড়া জাগায়। ইতোমধ্যে 'আকাশ ২'-ও বাজারে এনেছে তারা। কেবল শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই দেড় থেকে ৩ হাজার রুপিতে আকাশ বিক্রি করছে ভারত। অ্যানড্রয়েডের কল্যাণে এখন ট্যাবলেট পিসির দাম কমে এসে প্রায় সব মানুষের নাগালের মধ্যেই এসে পৌঁছেছে। বিশেষ করে শিক্ষামূলক ডিভাইস হিসেবে তৈরি করতে গেলে এতে উচ্চমানের মাল্টিমিডিয়া ফিচার যুক্ত করতে হয় না বলে এসব ডিভাইসের দাম আরও কমে গেছে।

অনলাইনে ক্লাস

ইন্টারনেটের প্রসারের সাথে সাথে কেবল বইয়ে আর ডিভাইসেই নয়, বড় ধরনের পরিবর্তন চলে আসতে শুরু করে ক্লাসরুমে। অলাভজনক উদ্যোগ হিসেবেই এখন বেশকিছু সাইট যাত্রা শুরু করে, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস লেকচারের ভিডিও আপলোড করা থাকে। যে কেউ চাইলেই এসব লেকচার থেকে তার পছন্দের বিষয়গুলোর ক্লাস দেখে নিতে পারে। এসব সাইটের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করলে বেশকিছু স্কুল-কলেজ অনলাইনে ক্লাস নেওয়া শুরু করে। আর ক্লাসরুমে ইন্টার‍্যাকটিভ বোর্ড প্রজেক্টর এসবের ব্যবহার তো রয়েছেই। অনলাইন ক্লাসরুমের এই ধারণা নিয়েই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠে খান একাডেমি। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের যেকোনো মানুষের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দিতেই গড়ে তোলা হয় অলাভজনক সংস্থা খান একাডেমি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের স্বেচ্ছাসেবীদের পরিশ্রমে এখানে গড়ে উঠেছে প্রায় সব ধরনের বিষয়ের ভিডিও লেকচারের এক বিশাল ভাণ্ডার। গণিত থেকে শুরু করে রান্না-বান্না কোনো কিছুই বলতে গেলে বাদ পড়েনি খান একাডেমির তালিকা থেকে। এখানে বিভিন্ন লেকচার দেখার পাশাপাশি অনুশীলনীতে অংশ নেওয়ারও সুযোগ রয়েছে।

অনলাইন বিশ্ববিদ্যালয়

অনলাইন শিক্ষায় সাড়া পেয়ে ধীরে ধীরে অনলাইনেই উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন কোর্স অফার করতে শুরু করে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় একত্রিত হয়েও অনলাইনে বেশকিছু প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলে। এরকম সাইটগুলোর মধ্যে সবার আগেই আসবে এডএক্স (www.edx.org)। বিশ্বখ্যাত ম্যাসাচুসেট ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিস, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, বার্কলে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, দ্য ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস সিস্টেম একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছে এডএক্স। এই প্ল্যাটফর্মের ট্যাগ লাইন রাখা হয়েছে 'দ্য ফিউচার অব অনলাইন এডুকেশন, ফর অ্যানিওয়ান, অ্যানিহোয়ার, অ্যানিটাইম'। অর্থাৎ সকলের কা অনলাইনের মাধ্যমেই শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার মূ লক্ষ্য নিয়েই যাত্রা শুরু করেছে এই এডএক্স। এখানকার কোর্সগুলো পরিচালনা করে থাকে এর উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ফলে এখানকার কোর্সগুলোও নিঃসন্দেহে বিশ্বমানের।

এরপরেই বলতে হয় কোর্সিরা (www.coursea.org)-এর কথা। গণিত, বিজ্ঞা জীববিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, বিনোদন, কলা, আইন এবং এ রকম ২০টি ক্যাটাগরিতে এখানে রয়েছে বিভিন্ন কোর্স। মোট ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয় এই প্ল্যাটফর্মের কোর্সগুলো পরিচালনা করে থাকে। এ মধ্যে থাকে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠিত সব বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই পরিচালনা করে থাকেন কোর্সগুলো। ফলে এখানকার কোর্সগুলোও বিশ্বমানের। যাত্রার শুরু থেকেই এটি সফলভাবে কোর্স পরিচালনা করে যাচ্ছে।

অনলাইন শিক্ষা পরিচালনার ওয়েবসাইট হিসেবে ইউডাসিটি (www.udacity.com)ও বেশ সাড়া ফেলেছে বিশ্বব্যাপী। এই প্ল্যাটফর্মেরও মূল লক্ষ্য বিনামূল্যে বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক পর্যায় থেকে শুরু করে ইন্টারমিডিয়েট এবং অ্যাডভান্সড লেভেলের কোর্সও রয়েছে। অনলাইন কোর্স পরিচালনাকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো এই সাইটেও সব ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যায় বিনামূল্যেই। পিটার নরভিগ, সেবাস্তিয়ান থ্রুনের মতো বিখ্যাত গবেষকরা এখানকার কোর্স পরিচালনা করে থাকেন। বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় এই সাইটের কোর্সগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট।